দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন এবং প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

ডঃ মুনীরউদ্দিন আহমদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বৃহস্পতিবার ১২ই নভেম্বর সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন ও মন্ত্রী-কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাকালে সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা সময়মতো সম্পন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পরীক্ষা পিছালে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে বিলম্ব হয়। পরবর্তীতে সময়মত ক্লাস শুরু করা যায় না এবং ফলশ্রুতিতে শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে যায়। পরীক্ষা পিছানোর ফলে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মেধাবী এবং নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীগণ। দরিদ্র বাবা-মায়ের দীর্ঘ সময়ের জন্য পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করতে কষ্ট হয়। তাই ভবিষ্যতে কোনভাবেই পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলনকে গুরুত্ব প্রদান না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানে সন্তোষ প্রকাশ করছি এবং তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আশা করবো, তাঁর এই আহ্বানকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে এবং সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা পিছানোর ইস্যুগুলো দূরীকরণের মাধ্যমে কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলনকে প্রতিহত করা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলনের চাপে প্রায়শঃই আমাদের ভুগতে হয়। কোন কোন সময় এই আন্দোলন এতোই ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যে, তা নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আন্দোলনের সময় ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয় এবং কোন কোন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। আমি আমার শিক্ষকতা জীবনে পরীক্ষা পিছানোর পিছনে কী কী ইস্যু প্রধান ভূমিকা পালন করে তা জানার জন্য বিভিন্ন সময় অনেক ছাত্র-ছাত্রীর সাথে আলাপ করেছি। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাইঃ

এক. প্রতি শিক্ষাবর্ষেই দেখা যায় ক্লাসে কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনার ব্যাপারে বরাবরই উদাসীন ও হতাশাগ্রস্ত। এইসব ছাত্র-ছাত্রীর লক্ষ্য, পরীক্ষার ফলাফল ভালো না হলেও অন্তত পাস করে একটি সার্টিফিকেট অর্জন করা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে এদের ধারণা জন্মে পাস বা দ্বিতীয় শ্রেণী পাওয়ার জন্য বেশি পড়াশোনা করার দরকার হয় না। পরীক্ষার আগে দু'-এক মাস পড়লেই অতিসহজে দ্বিতীয় শ্রেণী বা পাস নিশ্চিত হয়ে যাবে। এরা এজন্য পুরো বছর বিশেষ পড়াশোনা করে না। কিন্তু পরীক্ষার তারিখ ঘনিয়ে আসলে পড়তে গিয়ে এরা উপলব্ধি করে পরীক্ষা পাসের জন্য সিলেবাস শেষ করতে দু'-একমাস যথেষ্ট নয়। এই উপলব্ধির কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা নার্ভাস হয়ে পড়ে এবং পরীক্ষা পিছানোর জন্য তৎপর হয়ে ওঠে।

এইসব ছাত্র-ছাত্রীর লক্ষ্য, পরীক্ষার ফলাফল ভালো না হলেও অন্তত পাস করে একটি সার্টিফিকেট অর্জন করা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে এদের ধারণা জন্মে পাস বা দ্বিতীয় শ্রেণী পাওয়ার জন্য বেশি পড়াশোনা করার দরকার হয় না। পরীক্ষার আগে দু'-এক মাস পড়লেই অতিসহজে দ্বিতীয় শ্রেণী বা পাস নিশ্চিত হয়ে যাবে। এরা এজন্য পুরো বছর বিশেষ পড়াশোনা করে না। কিন্তু পরীক্ষার তারিখ ঘনিয়ে আসলে পড়তে গিয়ে এরা উপলব্ধি করে পরীক্ষা পাসের জন্য সিলেবাস শেষ করতে দু'-একমাস যথেষ্ট নয়। এই উপলব্ধির কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা নার্ভাস হয়ে পড়ে এবং পরীক্ষা পিছানোর জন্য তৎপর হয়ে ওঠে।

দুই. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পাস রাজনীতির শিকার হয়। মফস্বল থেকে আসা এসব ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে হলে থাকার সিট পায় না। বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্র নেতা-নেত্রীরা সিট প্রদানের অঙ্গীকার বা প্রদানের মাধ্যমে এসব ছাত্র-ছাত্রীকে দলে বা দলীয় কর্মকান্ডে যোগ দিতে উৎসাহিত করে বা কোন কোন সময় বাধ্য করে। থাকার জন্য হলে একটি সিট প্রাপ্তির আশায় এসব অসহায় ছাত্র-ছাত্রী নেতা-নেত্রীদের নির্দেশ মোতাবেক দলীয় কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ার কারণে এরা আস্তে আস্তে পড়াশোনা থেকে দূরে সরে যায়। পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না থাকার কারণে এসব ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলনে শরীক হয়।

তিন. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও সব ছাত্র-ছাত্রী হলে থাকতে পারে না সিটের অপ্রতুলতার কারণে। এ সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ভোগে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীগণ। প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবের বাসায় বা দূর-দূরান্তে মেসে থাকতে হয়। কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে দৈতাবাসের সুযোগ প্রদান করা হলেও এসব কক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পড়াশোনার পরিবেশ থাকে না। চার সিটের একটি কক্ষে কোন কোন সময় আট থেকে দশজন ছাত্র-ছাত্রী বসবাস করে। এসব কক্ষে প্রায়শঃই রাজনৈতিক প্রভাব বা কর্মকান্ডের জন্য পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। এ কারণে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী সারাদিন ক্লাস ও প্রাকটিক্যাল সমাপ্ত করে কক্ষে গিয়ে ভালোভাবে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারে না এবং দিনের পড়া দিনে শেষ করতে না পারার কারণে সারাবছরের পড়া জমে যায়। পরীক্ষার আগের এক বা দুই মাস প্রস্তুতিমূলক সময়ে স্তূপীকৃত ফেলে রাখা পড়াশোনা সমাপ্ত করা যায় না বলে অধিক সময় প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা পিছানোর দাবী উপস্থাপন করে।

চার. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীগণ তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী পড়ে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় এবং বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রী এ কারণে ভালো ফলাফল করে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ইংরাজীকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় না এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ বাংলাতে পরীক্ষা দিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় এসে এদের ঘন্টার পর ঘন্টা ইংরাজী-বাংলা লেকচার শুনতে হয় ও অধিকাংশ বিভাগে ইংরাজী ভাষায় পরীক্ষা দিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাতে পরীক্ষা দেয়ার বিধান থাকলেও কোন কোন বিষয়ে বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে বাংলা ভাষায় লিখিত পর্যাপ্ত বই না থাকায় এবং পাঠ্যসূচীর বিশালতা ও বিষয়গত ও শাব্দিক জটিলতার কারণে ছাত্র-ছাত্রীগণ বাংলা ভাষা পরীক্ষা দিতে গিয়ে দারুণ সমস্যায় পড়ে। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ইংরেজী ভাষার ওপর গুরুত্ব না থাকায় এবং ইংরেজী জ্ঞান পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী ভাষায় তিন থেকে চার ঘন্টার পরীক্ষা সমাপ্ত করতে অসম্ভব বেগ পেতে হয়। পর্যাপ্ত ইংরাজী জ্ঞানের অভাবে বহু ছাত্র-ছাত্রীর সময়মত পরীক্ষার জন্য পড়া প্রস্তুত করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

কিছুসংখ্যক শিক্ষকের কারণে অধিকাংশ শিক্ষকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এসব শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন না, প্রজেক্ট, কন্সালটেন্সি, এনজিও'র পেছনে সময় দিচ্ছেন এবং টাকা উপার্জন করছেন। অনেক শিক্ষক সময়মতো পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করার সুযোগ পান না। ফলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে এবং শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষাবর্ষ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

পাঁচ. বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসার আগ পর্যন্ত অনেক ছাত্র-ছাত্রীর কো-এডুকেশনের অভিজ্ঞতা থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ সময়ে কিছু ছাত্র-ছাত্রী অবাধ স্বাধীনতা ও ভিন্ন লিঙ্গের সহপাঠীর সান্নিধ্য আসার সুযোগ পায়। আলাপ-আলোচনা, ভালোলাগা, ভালোবাসার বিভিন্ন পর্যায়ে এদের অনেকেই পড়াশোনা থেকে বিচ্যুত হয়। এদের কাছে পড়াশোনা তখন গৌণ হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে এরা শিক্ষা কার্যক্রম থেকে দূরে সরে পড়ে এবং পড়াশোনার প্রস্তুতি না থাকার কারণে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে ব্যর্থ হয় বা পরীক্ষায় খারাপ করে। এই শ্রেণীর অনেক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলনে শরীক হয়।

ছয়. ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত নেতা-নেত্রী ও কর্মিগণ পরীক্ষা পিছানোর পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে এদের অনেকেই পড়াশোনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ছাত্র নেতা-নেত্রীদের ভূমিকার কারণেও পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন জোরালো হয়।

সাত. ছাত্রদের পরীক্ষা পিছানোর ইস্যু তৈরীর পেছনে শিক্ষকদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক ঠিকমত ক্লাস, প্রাকটিক্যাল ও পরীক্ষা নেন না, সময়মতো সিলেবাস সমাপ্ত করেন না। সময়মত সিলেবাস সমাপ্ত না হওয়া, সময়মত পরীক্ষা শুরু ও সমাপ্ত করার এক অন্যতম অন্তরায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অনুষদভিত্তিক কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা নেয়া হয়। এক বা একাধিক অনুষদের বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষার সময়সূচী একই তারিখ বা কাছাকাছি সময়ে নির্ধারণ করা হয়, যাতে করে বিভাগগুলোর পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যায়। কিন্তু কোন বিভাগের সিলেবাস সময়মতো শেষ না হলে অন্যসব বিভাগের পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। সময়মতো সিলেবাস শেষ না হওয়ার অজুহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা পিছানোর জন্য জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনে অন্য বিভাগের পরীক্ষা পিছানোতে উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীরাও যোগ দিয়ে থাকে।

আট. একাডেমিক ক্যালেন্ডার মোতাবেক সময়মতো শিক্ষা কার্যক্রম শেষ না হওয়ার পিছনে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও জাতীয় অঙ্গনে রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল, নির্ধারিত অনির্ধারিত ছুটি ও বন্ধ এবং বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ তার মধ্যে অন্যতম। গত প্রলয়ংকরী বন্যার কারণে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ক্যাম্পাস ও জাতীয় পর্যায়ে ডাকা ঘন ঘন হরতাল এবং ধর্মঘটের কারণেও শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা পিছানোর ইস্যু তৈরী করার পেছনে আরো ছোট-বড় অনেক কারণ থাকতে পারে। পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলনকে গুরুত্ব দেয়া না দেয়ার কথা ভাবার আগে পরীক্ষা পিছানোর ইস্যু তৈরী এবং আন্দোলনে যাবার কারণগুলো নিয়ে ভাবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। পরীক্ষা পিছানোর ইস্যু তৈরী এবং আন্দোলনে যাওয়ার জন্য শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের একচ্ছত্রভাবে দায়ী করা উচিত নয়। ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা পেছানোর জন্য ইস্যু তৈরী এবং আন্দোলনে যাবার যেন কোন কারণ ও সুযোগ না পায় সেজন্য যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কিছু পরামর্শ উপস্থাপন করা হলো ঃ

এক. প্রথমেই আমি শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান করতে চাই। শিক্ষকগণ দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন– জাতি এটা আশা করে। কিছুসংখ্যক শিক্ষকের কারণে অধিকাংশ শিক্ষকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এসব শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নেন না, প্রজেক্ট, কন্সালটেন্সি, এনজিও'র পেছনে সময় দিচ্ছেন এবং টাকা উপার্জন করছেন। অনেক শিক্ষক সময়মতো পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করার সুযোগ পান না। ফলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে এবং শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষাবর্ষ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কোন কোন শিক্ষকের বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারটি নিয়েও জাতীয় অঙ্গনে প্রচুর আলোচনা ও সমালোচনা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন বা বাধা সৃষ্টি হওয়ার জন্য শিক্ষক রাজনীতিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ সমস্যাগুলো পর্যালোচনাপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ, এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষক সমাজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মানুষের আস্থা ও ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হবে।

দুই. সময়মতো শিক্ষাকার্যক্রম সমাপ্ত করে পরীক্ষা নেয়া গেলে সেশন জট থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে– যদিও বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন কোন সেশন জট নেই। শিক্ষা বৎসর পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ- সময়মতো শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত না হওয়া। শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে পড়লে দীর্ঘদিন ধরে হলের সিট আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের দখলে থেকে যায়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভর্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রয়োজনে সিট পায় না বলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রত্যেক বিভাগে শিক্ষাকার্যক্রম নিয়মিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তিন. ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যার যথাসম্ভব সমাধান বাঞ্ছনীয়। আবাসিক সমস্যা সমাধানকল্পে আরো কয়েকটি হল তৈরীর উদ্যোগ নেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যেসব ছাত্র-ছাত্রীর সিটের প্রয়োজন রয়েছে, তাদের আবাসিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা সম্ভব হবে এবং ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও ছাত্র রাজনীতির গুরুত্ব কমে আসবে।

চার. ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা নিয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যথা বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ছাত্র-উপদেষ্টা এবং প্রয়োজন মতো সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীন ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করে সার্বিক সমস্যার সমাধান করতে পারেন। বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন, সমস্যা, আপদ-বিপদে পরামর্শ ও সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক বিভাগে ছাত্র-উপদেষ্টার একটি পদ রয়েছে এবং প্রত্যেক বিভাগে অন্তত একজন ছাত্র-উপদেষ্টা নিয়োজিত আছেন। প্রত্যেক বিভাগ যদি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত সমস্যা নিজেরাই সমাধা করতে পারেন, তাহলে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না। বর্তমানে দেখা যায়, এক বা একাধিক বিভাগের ছাত্র অন্য বিভাগে গিয়ে পরীক্ষা পিছানো বা অন্যান্য দাবী আদায়ে ভাংচুর করছে– যাতে করে এদের সনাক্ত করা না যায়। পরীক্ষা পিছানোর দাবীতে রেজিস্ট্রার অফিসে প্রায়ই ভাংচুর হয়। চেয়ারম্যান, ডীন, কন্ট্রোলার, উপাচার্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তার ওপর প্রচন্ড চাপ আসে।

পাঁচ. ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে ক্লাসে শুধু লেকচার প্রদান করলেই দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তাদের পড়াশোনার অগ্রগতি মূল্যায়ন ও মনিটর করা বাঞ্ছনীয়। নিয়মিত ক্লাস টেস্ট নেয়া হলে, ক্লাস হাজিরার ওপর কড়াকড়ি আরোপ করলে, ছাত্র-শিক্ষক দূরত্ব কমিয়ে আনলে, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা অনুধাবন করে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্যের হাত বাড়ালে, পড়াশোনায় উৎসাহ প্রদান করলে ছাত্র-ছাত্রীরা সিরিয়াসলি পড়াশোনা করতে উৎসাহী হবে। তখন আর পরীক্ষা পিছানোর দাবী এত প্রকট হবে বলে আমার মনে হয় না। এ ব্যাপারে বিভাগীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

ছয়. বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি এবং কেন্দ্রীয় নেতা-নেত্রীদের এ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততাকে প্রায়ই দায়ি করা হয়। ছাত্র-শিক্ষকের গঠনমূলক রাজনীতিতে কারো আপত্তি থাকার কারণ নেই। কিন্তু যে রাজনীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত ও নষ্ট হয়, সে রাজনীতি নিয়ে আপত্তি থাকার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা বা সংস্কারের পক্ষে বিপক্ষে ইতোমধ্যে প্রচুর বলা হয়ে গেছে। আমি শুধু একটা কথা বলবো– যে রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, সন্ত্রাস, খুন-জখম, রেষা-রেষি, হিংসা-বিদ্বেষ ডেকে আনে, শিক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটায় এবং জাতিকে বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে তা থেকে আমাদের দূরে থাকাই উত্তম। কারণ, জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ কখনো বড় হতে পারে না।

জাতি হিসাবে আমাদের অন্যতম সমস্যা হলো-নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, অবহেলা, জবাবদিহিতার অভাব, নিয়ম-কানুন, আইন-শৃঙ্খলার প্রতি অশ্রদ্ধা। আমরা যদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতাম, জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করতাম এবং নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতাম, তাহলে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে আমাদের এতো দুর্ভোগ পোহাতে হতো না। শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক সমস্যা সমাধান করে শিক্ষা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে আমরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারতাম এবং তা হতো আমাদের জন্য সম্মান ও গৌরবের বিষয়। ❑